সমবায় অধিদপ্তর
ও
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
এর মধ্যে

সমঝোতা স্মারক

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ সরকারের গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়নের প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হচ্ছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, যা এখানে এলজিইডি নামে অভিহিত হবে। এলজিইডি এর কার্যতালিকার মধ্যে অন্যতম হলো গ্রামীণ সড়ক তৈরী ও উন্নয়ন। দীর্ঘদিন হতে এলজিইডি গ্রামীণ সড়ক ও সংযোগ সড়ক সমূহ নির্মান করছে যা বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে।

পানি সম্পদ সেক্টরে এলজিইডি; এডিবি, ইফাদ ও নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় প্রথম ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এর অধীনে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও ক্ষুদ্র কৃষকদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলে ২৮০ টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে যৌথ সহায়তায় বাস্তবায়িত উক্ত প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থিত পানির সুষ্ঠু ব্যবহার, বন্যা নিয়ন্ত্রন, পানি নিষ্কাশন ও জলাধারে পানি ধরে রেখে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সেচ এলাকা বৃদ্ধি ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ।

উপ-প্রকল্পের অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন এর জন্য তৃনমূল পর্যায়ের সংগঠন হচেছ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। পাবসস সমবায় আইনের আওতায় একটি নিবন্ধনকৃত বিধিবদ্ধ সংস্থা। বাংলাদেশ সরকারের সমবায় অধিদপ্তর পাবসস নিবন্ধন ও এর আইনগত দিকসমূহ দেখাশোনার দায়িত্বপ্রাপ্ত।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো সমূহের নির্মাণ সমাপ্তির পর চুক্তির মাধ্যমে তা পাবসস এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। তখন পাবসস এর দায়িত্ব বহুগুন বেড়ে যায়। সেজন্য সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক পাবসস সমূহের নিয়মিত তদারকী করার আবশ্যকীয়তা অনুভূত হয়।

এ উদ্দেশ্যে সমবায় অধিদপ্তর ও এলজিইডি গত ৭-১২-৯৭ ইং তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে যার মেয়াদ ০৬-১২-২০০২ ইং তারিখে উত্তীর্ন হয়েছে। সেজন্য উভয় পক্ষের মধ্যে এখন নূতনভাবে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রয়োজনীতা দেখা দিয়েছে যাতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় প্রকল্পের আওতায় গঠিতব্য পাবসস সহ সকল পাবসস এর ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের সহায়তা অব্যাহত থাকে।

সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত প্রথম ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার, নেদারল্যান্ড সরকার ও এডিবি এর যৌথ সহায়তায় এলজিইডি দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ ছাড়া তৃতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পও বিবেচনাধীন আছে। সুতরাং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্বাভাবিকভাবেই এলজিইডি এর সম্পৃক্ততা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

উপরোক্ত পটভূমিতে পাবসস এর স্থায়ীত্বের জন্য সমবায় অধিদপ্তর ও এলজিইডি এর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতা আবশ্যক।

এক্ষনে যেহেতু সমবায় অধিদপ্তর ও এলজিইডি উভয়েই একে অপরকে সহযোগিতা করার জন্য সম্মত, সেহেতু এই সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হলো।

সমঝোতা স্মারক

এই সমঝোতা স্মারক অদ্য ২০০৩ ইং সনের এপ্রিল মাসের ২২ তারিখে নিম্নলিখিত পক্ষগণের মধ্যে স্বাক্ষরিত হলো ঃ

সমবায় অধিদপ্তর একটি সরকারী সংস্থা এবং এই স্মারক স্বাক্ষরে প্রতিনিধিত্ব করেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক **জনাব মোঃ আশরাফ আলী**

এবং

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এখানে এলজিইডি নামে অভিহিত হবে) গ্রামীন অবকাঠামো নির্মান এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, পানি নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাজে নিয়োজিত এবং এই স্মারক স্বাক্ষরে প্রতিনিধিত্ব করেন এলজিইডি এর প্রধান প্রকৌশলী **জনাব মোঃ শহীদুল হাসান।**

প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে ঃ

যেহেতু

সমবায় অধিদপ্তরের কাজের মধ্যে অন্যতম হলো জনসাধারনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য তাদেরকে সমঝোতার ভিত্তিতে সংগঠিত করে সমবায় সমিতি রূপে নিবন্ধন দান ;

এবং সমবায় অধিদপ্তরের উপর অর্পিত আরো দায়িত্ব হলো ঃ

- সমবায় সমিতির আইন ও বিধিমালার বাস্তবায়ন ;
- সমবায় সমিতির সদস্য, কর্মকর্তাবৃন্দ, বেতনভূক কর্মচারী এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের প্রশিক্ষন দান;
- সমবায় সমিতির নিবন্ধন দান, পরিদর্শন ও অডিট সমাধা করণ ;
- সমবায় সমিতি সুষ্টুভাবে পরিচালনায় প্রয়োজনে সমবায় আইন ও বিধিমালার সংশোধনী প্রস্তাব পেশ ;
- সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা যথাঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা, কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, এলজিইডি, কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর, বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর ও পশুসম্পদ অধিদপ্তর এর সহিত সহযোগিতা,যাতে করে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও কর্জ গ্রহন, মেশিনারী স্থাপন,মালামাল আমদানি ও রপ্তানী করা এবং সমবায় সমিতির অন্যান্য সেবা গ্রহণ সহজতর হয়।
- সরকারের অনুমোদনক্রমে উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন, সমবায় আন্দোলনে তথা দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে এর প্রভাব মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনে প্রকল্প সংশোধন করা ।

এলজিইডি এর কাজ হলো গ্রামীন অবকাঠামো নির্মান, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামীন হাট বাজারের উন্নয়ন। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য ও অন্যান্য সেক্টরে উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামের গরীব ও দুস্থ জনগনের কর্মসংস্থান সৃষ্টিও এলজিইডি এর অন্যতম কাজ।

সুতারং সমবায় অধিদপ্তর এবং এলজিইডি উভয় বিভাগের উদ্দেশ্যে প্রায় একই অর্থাৎ সাধারনভাবে বলা যায় পল্লী এলাকার উন্নয়ন, বিশেষতঃ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির মাধ্যমে জনগনের উন্নয়ন।

তাই, উপরোক্ত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সমবায় অধিদপ্তর এবং এলজিইডি উভয়েই নিম্নলিখিত বিষয়ে একমত পোষন করে ঃ-

(১) সহযোগিতার পরিধি ঃ

সমবায় অধিদপ্তর এবং এলজিইডি এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় একযোগে কাজ করবে, যার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবে ঃ

ক) পাবসস এর অডিট, পরিদর্শন ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ কাজ ;

খ) পাবসস এর নিবন্ধন, ব্যবস্থাপনা, কর্মশালা ও প্রশিক্ষন আয়োজন ;

গ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আওতায় এবং এলজিইডি এর অনুরোধে সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন কারিগরী পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান ;

ঘ) তথ্য ও প্রকাশনা বিনিময়।

(২) মেয়াদ ঃ-

- এই সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ স্বাক্ষরের তারিখ থেকে সমঝোতা স্বারক বাতিল না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

যে কোন পক্ষ অন্য পক্ষকে লিখিত নোটিশ দ্বারা এই সমঝোতা স্বারক বাতিল করতে পারবে। তবে এরূপ নোটিশ প্রদানের তারিখ হতে পরবর্তী ১৮০ দিবস সমঝোতা স্বারকের কার্যকারিতা বলবৎ থাকবে।

(৩) এলজিইডি এর দায়িত্ব ঃ

ক) এলজিইডি-

১. উপপ্রকল্প এলাকায় প্রশিক্ষন, কর্মশালা ও অন্যান্য কার্যাবলীর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তরের সাথে পরামর্শ ও সহযোগিতা করবে ;

২. প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ে উপ প্রকল্প এলাকায় কোন প্রশিক্ষন ও কর্মশালা পরিচালনায় লজিষ্টিক সহায়তা ও হাতে কলমে সহায়তা প্রদান করবে ;

৩. প্রকল্প সম্পর্কিত সকল প্রকাশনার কপি সমবায় অধিদপ্তরে সরবরাহ করবে ;

৪. সমবায় অধিদপ্তরের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ ও কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে উপ প্রকল্প এলাকার পাবসস ও এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সহায়তা করবে ;

৫. প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ে প্রকল্প এলাকায় সমবায় কার্যক্রম পরিচালনায় প্রশিক্ষন খরচ ও অন্যান্য তহবিল জোগান দিবে ;

৬. সমবায় অধিদপ্তরকে প্রয়োজনে কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে ; এবং

৭. সমবায় অধিদপ্তর ও এলজিইডি উভয় অধিদপ্তর পারস্পারিক সমঝোতার মাধ্যমে একে অপরকে সহযোগিতা প্রদান করবে।

৪। সমবায় অধিদপ্তরের দায়িত্ব ঃ

ক) সমবায় অধিদপ্তর-

১. পাবসস নিবন্ধনের জন্য উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে যোগ্য কর্মকর্তা পদস্থ করবে ;

২. সমবায় আইন ও বিধিমালা মোতাবেক পাবসস পরিদর্শন ও অডিট করবে ;

৩. প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা / কর্মচারী , পাবসস এর সদস্য, কর্মকর্তাবৃন্দ ও কর্মচারীবৃন্দের প্রশিক্ষন প্রদান করবে ;

৪. পাবসস নিয়মিত তদারকী করার জন্য আইনানুগ সকল কাজ সম্পাদন করবে ;

৫. পাবসস এর কার্যক্রম সুচারুরূপে সমাধানের জন্য প্রয়োজন হলে, সমবায় আইন ও বিধিমালা সংশোধনের ব্যবস্থা নিবে;

৬. পাবসস সদস্য ও উপকারভোগীদের জন্য কর্মশালা, প্রশিক্ষন সূচীতে প্রশিক্ষক প্রেরণ করবে ;

৭. সম্ভব মত সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদান করবে।

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে উভয় পক্ষ এই সমঝোতা স্মারকের শুরুতে উল্লেখিত তারিখে স্বাক্ষর প্রদান করলেন।

সমবায় অধিদপ্তর

22.8.2006

(মোঃ আশরাফ আলী)
নিবন্ধক

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

(মোঃ শহীদুল হাসান)
প্রধান প্রকৌশলী